আইআইআইটি অকেশনাল পেপার সিরিজ

ইসমাইল রাজি আল ফারুকি

ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম

ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম

মূল
ইসমাইল রাজি আল ফারুকি

অনুবাদ
ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

সম্পাদনা
আহমদ হোসেন মানিক

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ভূমিকা

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি) ২১ নং অকেশনাল পেপার হিসেবে ইসমাইল রাজি আল-ফারুকির *ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম* (The Essence of Islamic Civilization) উপস্থাপন করতে পেরে খুবই আনন্দিত। এটি আসলে ইসমাইল রাজি আল-ফারুকি এবং লোইস লামিয়া আল-ফারুকির *দ্য কালচারাল অ্যাটলাস অব ইসলাম* (১৯৮৬) গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল, যা ইসলামের সমগ্র বিশ্বদর্শন, এর বিশ্বাস, ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বে এর স্থান উপস্থাপন করে এমন একটি স্মারক ও প্রামাণিক কাজের অংশ। মানচিত্রগুলো এবং দুটি অ্যারাবেস্ক ছাড়া অন্য সব ছবি আপডেট করা হয়েছে, যা মূল বইয়ের নয়।

প্রফেসর ইসমাইল রাজি আল-ফারুকি (১৯২১-১৯৮৬) ছিলেন একজন ফিলিস্তিনি-আমেরিকান দার্শনিক, দূরদর্শী এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন অথরিটি। ইসলামের এ মহান সমসাময়িক স্কলারের পাণ্ডিত্য ইসলাম অধ্যয়নের পুরো সীমাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন: ধর্মের অধ্যয়ন, ইসলামী চিন্তাধারা, জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, নন্দনতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং বিজ্ঞান। সন্দেহাতীতভাবে আল-ফারুকি বিংশ শতাব্দীর মহান মুসলিম স্কলারদের অন্যতম। এ অকেশনাল পেপারে তিনি ইসলামের অর্থ এবং বাণী সমগ্র বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে তিনি তাওহিদকে (আল্লাহর একত্ব) ইসলামের মর্মকথা এবং প্রথম নিয়ামক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা ইসলামী সভ্যতাকে এর পরিচয় দিয়েছে।

ইসলামী দূরদৃষ্টি, মূল্যবোধ এবং মূলনীতিকে ভিত্তি করে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচেষ্টাগুলোকে সহযোগিতা করার জন্য ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত আইআইআইটি একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। গত ত্রিশ [বর্তমানে বিয়াল্লিশ] বছরে প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা প্রোগ্রাম, সেমিনার এবং কনফারেন্সগুলোর ফলাফল হলো ইংরেজি এবং আরবিতে চার শতাধিক গ্রন্থের প্রকাশনা, যার বেশিরভাগই অন্যান্য প্রধান ভাষাসমূহে অনূদিত হয়েছে।

আনাস এস. আল-শাইখ-আলি
অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজার, আইআইআইটি লন্ডন অফিস

সূচি

ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম ॥ ৭

বিশ্বদর্শন হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ৮

দ্বৈততা ॥ ৮

আদর্শিকতা ॥ ৯

পরমকারণবাদ ॥ ৯

মানুষের ক্ষমতা ও প্রকৃতির নমনীয়তা ॥ ১০

দায়িত্ব ও বিচার ॥ ১২

সভ্যতার মূলভিত্তি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ১২

তাওহিদের পদ্ধতিগত দিক ॥ ১২

একতা ॥ ১২

যুক্তিবাদ ॥ ১৪

সহনশীলতা ॥ ১৭

তাওহিদ তত্ত্বের বিষয়বস্তুর মাত্রা ॥ ১৮

অধিবিদ্যার মূলনীতি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ১৮

নীতিবিদ্যার মূলভিত্তি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ২০

মূল্যবোধতত্ত্বের মূলনীতি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ২৩

সামাজিকতাবাদের মূলনীতি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ২৬

নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে *তাওহিদ* ॥ ২৮

তথ্যনির্দেশ ॥ ৩৫

ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম

নিঃসন্দেহে এটি বলা যায় যে, ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম হচ্ছে ইসলাম; অন্যদিকে ইসলামের সারমর্ম হচ্ছে *তাওহিদ*– আল্লাহকে এক, পরম, অতীন্দ্রিয় স্রষ্টা, প্রভু এবং সবকিছুর মালিক বলে নিশ্চিত করা।

মৌলিক আঙিনায় এ দু'টি স্বতঃসিদ্ধ। যারা এ সভ্যতার অন্তর্গত বা এতে অংশ নিয়েছিল তারা এ দু'টিকে কখনও সন্দেহ করেনি। অতি সম্প্রতি ধর্মপ্রচারক, প্রাচ্যবিদ এবং ইসলামের অন্যান্য ব্যাখ্যাকারীরা এগুলোকে তাদের সন্দেহের শিকার করেছেন। শিক্ষার স্তর যাই হোক না কেন, মুসলিমরা আপাদমস্তকভাবে নিশ্চিত যে, ইসলামী সভ্যতার একটি সারমর্ম আছে, এই সারমর্মটি জ্ঞাত এবং বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করতে সক্ষম, এটি *তাওহিদ*।[১] ইসলামী সভ্যতার প্রথম নির্ধারক নীতি হিসেবে, সারমর্ম হিসেবে তাওহিদের বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

তাওহিদ হচ্ছে সেই জিনিস যা ইসলামী সভ্যতাকে তার নিজস্ব পরিচিতি দিয়েছে, যা এর সমস্ত উপাদানকে একত্রে আবদ্ধ করে এবং এভাবে তাদের একটি অবিচ্ছেদ্য জৈবদেহে পরিণত করে, যাকে আমরা সভ্যতা বলি। *তাওহিদ* বা একত্ববাদ সভ্যতার সব উপাদানকে একক প্রভুর আনুগত্যে পুনর্গঠিত, পুনর্বিন্যস্ত করেছে। সভ্যতার বাহক মানুষের সমগ্র জীবনকে *তাওহিদ* পুনর্গঠন করে। এটি যেন সভ্যতার প্রতিটি উপাদানকে নতুন ছাঁচে গঠন করে। এই পুনর্গঠনের মাত্রা উপাদান ভেদে ক্ষুদ্র থেকে বিশাল হতে পারে। এটি নির্ভর করবে একত্ববাদ ওই বিষয়টিকে ঠিক কীভাবে দেখতে চায়। সভ্যতার প্রতিটি উপাদানের ওপর একত্ববাদের দর্শনের এ প্রভাবের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকেই সকল মুসলিম স্কলারের নজরে এসেছে। সেজন্যে তাঁরা *তাওহিদ* এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাওহিদের প্রয়োগ নিয়ে অনেক লিখেছেন। তাঁদের গবেষণার এক বড় অংশই *তাওহিদ* নিয়ে। তাঁরা বুঝতেন যে, *তাওহিদ* এমন একটি নিয়ন্ত্রণকারী মূলনীতি, যা

থেকে উৎসারিত হয় জীবন পরিচালনার বাকি সব নীতি ও কর্মসূচি। এটি যেন এক বিশাল ঝর্ণাধারার উৎসমুখ, যা থেকে সৃষ্ট পানি প্রবাহিত হতে হতে বিশাল নদীতে পরিণত হয়।

সহজভাবে বলতে গেলে *তাওহিদ* মানে হচ্ছে আন্তরিকভাবে বুঝেশুনে এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, 'আর কোনো প্রভু নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া'। তাওহিদের ঘোষণা প্রদানের এ কালিমার শুরুতে আল্লাহ ছাড়া সব উপাসনার দাবিদারদের দাবি উপেক্ষা করার নেতিবাচক ঘোষণাই আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণাকে বলীয়ান করেছে। কালিমার এ ছোট বাক্যটি যেন এক পরিপূর্ণ সংস্কৃতি, এক বিশাল ইতিহাসকে কয়েকটি শব্দের ফ্রেমে সংক্ষেপে চিত্রায়িত করেছে। *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*– এ একটি বাক্য ইসলামী সমাজ ও সভ্যতাকে দিয়েছে ভিন্ন পরিচয়, বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা। মুসলিম সভ্যতাকে উপনীত করেছে মানবসভ্যতার সর্বোচ্চ সোপানে।

বিশ্বদর্শন হিসেবে *তাওহিদ*

তাওহিদ হচ্ছে মহাজগত, স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বের এক মহাসত্য এবং বাস্তবতা। এটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে নিম্নোক্ত মূলনীতিসমূহ:

দ্বৈততা

আমাদের দেখা এবং উপলব্ধির জগতকে আমরা দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা: ঐশ্বরিক এবং অনৈশ্বরিক; স্রষ্টা এবং সৃষ্ট। এ জগতের স্রষ্টা একজনই। তিনি মহান আল্লাহ, পরিপূর্ণ সর্বশক্তিমান। তিনিই সৃষ্টিজগতের একমাত্র উপাস্য; তিনি চিরন্তন, জগতের পালনকর্তা, জগতের সবকিছুই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপ্ত; কোনোকিছুই তাঁর সমকক্ষ বা সমগোত্রীয় নয়; যখন কিছু অস্তিত্বমান ছিল না তখনও তিনি ছিলেন; যখন সবকিছু বিলীন হবে তখনও তিনি বহাল থাকবেন; তাঁর কোনো অংশীদার বা সন্তানাদির প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে স্রষ্টার সমস্ত সৃষ্টিজগতই স্থান-কালের সীমায় সীমাবদ্ধ; এ জগতের মধ্যে আছে পৃথিবী, গ্রহ-তারকারাজি, মহাবিশ্ব; ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণি, মানুষ, জিন এবং ফেরেশতা, বেহেশত-দোজখ সবই। জগতের যেখানেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেখানেই স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়; সর্বত্রই সৃষ্টির এক স্রষ্টা থেকে

গ্রন্থ-পরিচিতি

'ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম' গ্রন্থটি বিশ্বের অন্যতম মুসলিম স্কলার ইসমাইল রাজি আল-ফারুকি রচিত *The Essence of Islamic Civilization* -এর বঙ্গানুবাদ। এটি নিউইয়র্কের Macmillan Publishing Company কর্তৃক ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত দ্য কালচারাল অ্যাটলাস অব ইসলাম গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রন্থটিতে তাওহিদকে (আল্লাহর একত্ব) ইসলামের মর্মকথা ও সভ্যতার নিয়ামক নীতি হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাওহিদই মানুষের সার্বিক জীবনকে পুনর্গঠন করেছে, সভ্যতার প্রতিটি উপাদানকে নতুন ছাঁচে গঠন করেছে এবং ইসলামী সভ্যতাকে স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে।

ইসলামী সভ্যতায় বিশ্বদর্শন, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, সামাজিকতাবাদ ও নন্দনতত্ত্বের মূলনীতি হচ্ছে তাওহিদ- যা বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিশ্বাস, জ্ঞান-প্রজ্ঞায় উৎকর্ষতা এনে বিশ্বে ইসলামের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করেছে এবং মুসলিম সভ্যতা উন্নীত হয়েছে মানবসভ্যতার সর্বোচ্চ সোপানে।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক ড. ইসমাইল রাজি আল ফারুকি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ইসলামিক ইন্টেলেকচুয়ালিজম-এর স্বপ্নদ্রষ্টা। বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তিক ইসলামি চিন্তার বিকাশের অগ্রপথিক; যিনি নিজের কাজকর্ম, গবেষণা, শিক্ষকতা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। কলেজ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা জন্মভূমি ফিলিস্তিনে। ১৯৪১ সালে বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতক, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও ১৯৫২ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে পিএইচডি লাভ করেন। ছাত্রজীবনেই ইংরেজি, আরবি ও ফরাসি ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৯৫৪-১৯৫৮ সালে ইসলামের ওপর উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। পরবর্তীতে মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলাম ধর্ম ও আমেরিকার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্মের ওপর পোস্ট ডক্টরেট করেন। ইসলাম, খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয়।

১৯৪৫ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে ফিলিস্তিন সরকারের গ্যালিলির জেলা গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়, করাচীর ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ, নিউইয়র্কের সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকার টেম্পল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন। এছাড়া তিনি বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপক ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন।

ড. রাজি আন্তর্জাতিক জার্নাল ও ম্যাগাজিনে শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তার প্রকাশিত দ্য কালচারাল অ্যাটলাস অব ইসলাম, হিস্ট্রিক্যাল অ্যাটলাস অব দ্য রিলিজিয়ন্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড, ট্রায়লগ অব দ্য এব্রাহামিক ফেইথস, খ্রিস্টিয়ান এথিক্স, আল তাওহীদ: ইটস ইমপ্লিকেশন্স ফর থট এন্ড লাইফ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ১৯২১ সালে জন্ম নেয়া ড. রাজি এবং তার স্ত্রী লুইস লামিয়া ফারুকি ১৯৮৬ সালের ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্রে নিজ বাসায় আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন। একজন সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীর কর্মঘন জীবন নীরব হয়ে যায়।

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-98129-2-0